টানাপোড়েন

দিগন্তের উদাত্ত নীলিমা চুরি হয়ে যাচ্ছে বলে খুব মনমরা
থাকি আজকাল। কতদিন আর ঘাসের কোমল জাজিম,
পা ভিজিয়ে দেবে ভোরের শিশির; আর কতবার হাওয়ার
সঙ্গে কথা হবে, পাখিদের সঙ্গেও...এইভাবে আর কি
দাঁড়াব এসে একা, প্রিয় নদীটির কাছে; আঁজলা ভরে তুলে
নেব ছলাৎ-জল, যেমন হাতে মেখে নিয়ে থাকি নতুন
শস্যের ঘ্রাণ? এইটুকু ছিল চাওয়া শুধু, বেশি কিছু নয়
অদ্ভুত টানাপোড়েন এক আক্রান্ত রেখেছে এখন,
অন্যতা করারও তো নেই, কেন-না সাধের ভূখণ্ড ছেড়ে দিলে
উজ্জ্বল আলোর হদিশ দেবে আজকের পৃথিবী,
না - দিলে অন্ধকার ছুঁড়ে দিয়ে যাবে তার সৈন্যদল।

পরিযায়ী

যারা হাওয়ার পক্ষে খেলছে এখন
তাদের হঠাৎ জুটে গেছে নতুন একটা দাঁড়।
এখন শুধু বাঁধা বুলি, দানাপানির মোহ
তাদের জন্য আলোর ঝলক, নতুন সম্মোহ।

পাখিগুলি অনুগত, অন্তত আপাতত!
তবুও সবুজ বিবর্ণ হলে একদিন
হঠাৎ বন্ধ হলে পছন্দসই হাওয়া
তারা ঠিক উড়ে যাবে অন্য কোনো নীলে।

পাখিগুলি পরিযায়ী, অত্যন্ত মেধাবী
নিশ্চিত জানে তারা, অবার পাল্টাবে সবকিছু
ছুটে আসবে অন্য একটা হাওয়া, জবাবি।

মেঘজন্ম

ছায়ারা জলের বুকে এঁকেছিল আমাদের ছবি
আমাদের নিবিড় চাউনিতে তৈরি হল থিরথির হাওয়া
সেই হাওয়া কখন যেন নিয়ে এল অনির্বাণ বোধ
আমাদের চিনিয়ে দিল মুখোশ, দস্তানাপরা হাত।
এইভাবে একদিন আকাশে ঝলসে উঠল আলো
অবশেষে দেখে নিলাম চতুর আততায়ীর মুখ
পাথরে পাথর ঘষে জ্বলে উঠল আদিম আগুন
আমাদের মেঘজন্ম জুড়ে নেমে এল ঝরে পড়ার দিন।

রাহুল ঘোষ

সৃষ্টিসন্ধান